কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারকগণ: **টি. এস. শিবজ্ঞানম,হিরন্ময় ভাট্টাচার্য, বিচারপতিদ্বয়।**

শুভেন্দু অধিকারি বনাম পশিম বঙ্গ রাজ্য

ডাব্লু. পি. এ (পি)-2023 সালের 151, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৭/০৪/২০২৩ তারিখ

ফৌজদারি কার্যবিধি জাতীয় তদন্ত সংস্থা আইন (1974-এর 2 আইন), জাতীয় তদন্ত সংস্থা আইন (2008-এর 34তম আইন) - জাতীয় তদন্ত সংস্থাকে (এন. আই. এ) তদন্ত হস্তান্তর-হনুমান জয়ন্তীর সময় গুরুতর হিংসার আশঙ্কা প্রকাশ করে জনসাধারণের মনে প্রকৃত আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল-নথিতে থাকা উপাদানগুলি প্রমাণ করে যে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিধানের অধীনে কোনও অপরাধ নথিভুক্ত না করার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা করা হয়েছে-এটি উপযুক্ত মামলা যেখানে পুরো তদন্তটি এন. আই. এ-তে স্থানান্তরিত করা উচিত-সংশ্লিষ্ট পুলিশকে সমস্ত এফ. আই. আর নথি, বাজেয়াপ্ত সামগ্রী, সি. সি. টি. ভি ফুটেজ ইত্যাদি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে এন. আই. এ-র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

(অনুচ্ছেদ 24,26)

উল্লেখিত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক আনুচ্ছেদ**
2022 সালের ডব্লিউপিএ (পি) 258, ডি/- ১৫/০৬/২০২২	অনুচ্ছেদ নং। (2)
এআইআর 2021 এসসি 5076:এয়ারোনলাইন 2021 এসসি 894	পারা নং। (8)
2013 (6) এয়ার বম আর 1171	পারা নং। (8)
2013 ক্রি এলজে 4464 (এসসি):এ. আই. আর 2013 এস. সি (সাপোর্ট) 508	
:2013 এয়ার এস. সি. ডব্লিউ 5144	অনুছেদ ন (২৫)
এআইআর 2011 এসসি 3168:2011 ক্রি এলজে 4615 (এসসি):2011 এয়ার এসসিডব্লিউ 4493	পারা নং। (25)
2012 ক্রি এলজে 609 (এসসি):2011 এয়ার এসসিডব্লিউ 6371	পারা নং। (25)
অইর ২০১২ সসি ৩৬৪2012 ক্রি এলজে 1001 (এসসি):2012 এয়ার এসসিডব্লিউ 207	পারা নং। (25)
অইর ১৯৯৬ এসসি ৩৩৮৬1996 এয়ার এসসিডব্লিউ 2835	পারা নং। (25)
এআইআর 1997 এসসি 314:1997 ক্রি এলজে 358 (এসসি):1997 এয়ার এসসিডব্লিউ 69	পারা নং। (25)
এআইআর 1994 এসসি 38:1994 ক্রি এলজে 111 (এসসি):1993 এয়ার এসসিডব্লিউ 4039	পারা নং। (25)
এআইআর 1994 এসসি 1023:1994 ক্রি এলজে 1368 (এসসি):1994 এয়ার এসসিডব্লিউ 1118	পারা নং। (25)
এয়ারোনলাইন 1991 এসসি 214	পারা নং। (25)

আইনজীবীদের নাম

সৌম্য মজুমদার, শ্রীজীব চক্রবর্তী, অনিশ কুমার মুখার্জি, সূর্যনীল দাস, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, সায়ান ব্যানার্জি, আকাশদীপ মুখার্জি, বদরুল করিম, কিরণ সেখ, দীপঙ্কর দাস, শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল পিটিশনারের জন্য; এস. এন. মুখার্জি, বিজ্ঞ। এ. জি. অনির্বাণ রায়, এড. মো. টি. এম সিদ্দিক, অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলোৎপল চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক প্রসাদ, দেবাশীষ ঘোষ, এ. পান্ডে, অশোক কুমার চক্রবর্তী, বিজ্ঞ। এ. এস. জি. শ্রী

সুকুমার ভট্টাচার্য, বিলওয়াদাল ভট্টাচার্য, বিজ্ঞ. এস. জি. আই, দেবাশীষ ট্যান্ডন, ধীরজ ত্রিবেদী, বিজ্ঞ। ডি. এস. জি. আই শৈলেন্দ্র কে মিশ্র প্রতিবাদী পক্ষে।

---

1. **এস. শিবজ্ঞানম, কার্যনির্বাহী। বিচারপতি - 2023** সালের ডব্লিউপিএ 151-এর আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য এবং একটি রাজনৈতিক দলের নেতা।2023 সালের ডব্লিউপিএ (পি) 154-এ আবেদনকারী বলেছেন যে তিনি একজন সমাজকর্মী এবং একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত একজন রাজনৈতিক কর্মী। 2023 সালের ডব্লিউপিএ 156-এ আবেদনকারী আরও বলেছেন যে তিনি একটি সংগঠনের সদস্য এবং 2023 সালের রাম নবমী শোভাযাত্রা সমাবেশের আহ্বায়ক। 2023 সালের ডব্লিউ. পি. এ 162-এ আবেদনকারী ব্যক্তিগতভাবে এই আদালতে অনুশীলনকারী একজন আইনজীবী এবং একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য।যদিও, প্রার্থনায় সামান্য বৈচিত্র্য থাকতে পারে কারণ মূলত 4 জন আবেদনকারীর দ্বারা প্রকাশিত অভিযোগগুলি অভিন্ন। যেহেতু 2023 সালের ডব্লিউ. পি. এ 151 ছিল প্রথম রিট পিটিশন যা দায়ের করা হয়েছিল, তাই এটিকে একটি প্রধান মামলা হিসাবে নেওয়া হয়।উক্ত রিট আবেদনে আবেদনকারী 2023 সালের 30শে মার্চ রাম নবমী উপলক্ষে হাওড়া ও ডালখোলায় হিংসা, অগ্নিসংযোগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনায় এফআই নথিভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে (সিবিআই) নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি রিট জারি করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।আবেদনকারী জাতীয় তদন্ত সংস্থাকে (এন. আই. এ) রাম নবমী উপলক্ষে 2023 সালের 30শে মার্চ উক্ত এলাকায় সহিংসএবং, অগ্নিসংযোগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনায় বিস্ফোরক পদার্থের ব্যবহারের তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি রিট জারি করারও আবেদন করেছেন।2023 সালের 3 এপ্রিল রিট পিটিশনের শুনানি হয় এবং এই আদালত নিম্নলিখিত আদেশ জারি করে।

1. 2023 সালের 30শে মার্চ রাম নবমী উপলক্ষে হাওড়া ও ডালখোলায় হিংসা, অগ্নিসংযোগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে এফআইএবং দায়ের করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য জনস্বার্থ মামলা হিসাবে এই রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।আবেদনকারী 2023 সালের 30শে মার্চ উল্লিখিত এলাকায় সহিংসতায় বিস্ফোরক পদার্থের ব্যবহারের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য জাতীয় তদন্ত সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি রিট জারি করার জন্যও প্রার্থনা করেছেন।

2. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য রাজ্যপালের কাছে 2023 সালের 30শে মার্চ এবং কেন্দ্রীয়

স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ভারত সরকার, নয়াদিল্লির কাছে 2023 সালের 30শে মার্চ যে আবেদন করেছিলেন তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

3. আবেদনকারীর উদ্বেগ এই যে, উক্ত এলাকাগুলিতে এখনও হিংসা অব্যাহত রয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা রয়েছে।আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু কিছু এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

4. আরও কয়েকজন বিদ্বান আইনজীবী রয়েছেন, যাঁরা একই ধরনের রিট পিটিশন দাখিল করতে চান, তবে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এই বিষয়ে তাঁদের শুনানি হবে যাতে বহুত্ব এড়ানো যায়।বিদ্বান উকিলের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, মিছিলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল এবং রাজ্য পুলিশ তা প্রতিরোধ করতে পারেনি, যার ফলে অনেক নিরীহ মানুষ গুরুতর আহত হয়েছিল।

5. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট অ্যাটর্নি জেনারেল বলবেন যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তিনি আরও 2টি বিষয় তুলে ধরতে চান, যেমন, কীভাবে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স/অনুমতিক্রমে জারি করা শর্তগুলি মিছিলে যোগদানকারী গোষ্ঠীগুলি লঙ্ঘন করেছে এবং যে মামলাগুলি নথিভুক্ত করা হয়েছে, ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং 161 ধারার অধীনে ফৌজদারি কার্যবিধি রেকর্ড করা বিবৃতিগুলি হয়েছে।

6. পরবর্তী শুনানির তারিখে সিসিটিভি এবং ভিডিও ফুটেজ তৈরি করার স্বাধীনতার সাথে সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে উত্তরদাতা/রাজ্য দ্বারা একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন দাখিল করা হোক।উত্তরদাতা/রাজ্য নিশ্চিত করবে যে এলাকার জনসাধারণ কোনও নতুন হিংসা বা অগ্নিসংযোগের ঘটনায় কোনওভাবেই প্রভাবিত না হয় এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত।স্কুলে যাওয়া শিশু, এলাকার বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

7. বলা বাহুল্য যে, উক্ত এলাকাগুলিতে শান্তি ও স্থিতিশীল আস্থা বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

8. সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের কাছে অগ্রিম অনুলিপি সরবরাহের পর 2023 সালের 5ই এপ্রিলের মধ্যে এই ধরনের প্রতিবেদন দাখিল করা হোক।

9. 2023 সালের 6ই এপ্রিল এই বিষয়টি একই অবস্থানে তালিকাভুক্ত করুন।

২. উপরের আদেশে, সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবাদী/রাজ্যের একটি বিস্তৃত

প্রতিবেদন প্রতিবাদী/রাজ্যের কাছে আরও নির্দেশের সাথে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে এলাকার জনসাধারণ কোনওভাবেই কোনও নতুন ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত না হয় হিংসা বা অগ্নিসংযোগ এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। উপরন্তু, স্কুলে যাওয়া শিশুদের নিরাপত্তা, বাসিন্দাদের স্থানীয় এবং ব্যবসায়ীদেরও সুরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।উক্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীল আস্থা বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ জারি করা হয়েছে।যদিও বিষয়টি 2023 সালের 6ই এপ্রিল তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী 2023 সালের 1লা এপ্রিলের আগে তালিকাভুক্ত করার জন্য বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন এই ভিত্তিতে যে রিট আবেদনকারী 2023 সালের 3রা এপ্রিল একটি সম্পূরক হলফনামা দাখিল করেছেন যা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যেমন হুগলি জেলার রিষড়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়া সহিংসতা সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যেখানে 2023 সালের 2রা এপ্রিল সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে এবং পাথর ও বোমা নিক্ষেপ করা হয় যার ফলে বেশ কয়েকজন জনসাধারণ গুরুতর আহত হয়েছে এবং মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে।পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছে যে পুরো জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রিষড়ায় সহিংসতায় আহত ব্যক্তিদের ছবি সম্পূরক হলফনামায় সংযুক্ত করা হয়েছিল এবং ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করার জন্য সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তিও সংযুক্ত করা হয়েছিল।আবেদনকারী এইভাবে বলেছিলেন যে সম্পূরক হলফনামার সাথে সংযুক্ত উপকরণগুলি রিট পিটিশন দায়ের করার পরে তাঁর নজরে এসেছে যা রিট পিটিশনের বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় এবং এটি রেকর্ডে আনা উচিত।সম্পূরক হলফনামাটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং প্রতিলিপিগুলি বিদ্বান অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রতিবাদীগন পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবীদের কাছে সরবরাহ করা হয়েছিল।2023 সালের 5ই এপ্রিল এই মামলার শুনানি হয় এবং নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়।

2. উপরোক্ত আদেশে প্রদত্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন, 2023 সালের শিবপুর থানা মামলা সম্পর্কিত 113-এর 2023 পক্ষ থেকে প্রতিবেদন, ইসলামপুরের পুলিশ সুপারের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন এবং চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।নথিভুক্ত করা সংযুক্তিগুলির সঙ্গে প্রতিবেদনগুলি বিস্তারিত বলে মনে হয়।পরবর্তী শুনানির তারিখে প্রতিবেদনের

বিষয়বস্তু পরীক্ষা করা হবে।

3. আবেদনকারীদের পাশাপাশি বিদ্বান আইনজীবীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি যে বিষয়টি আমাদের নজরে এনেছেন, যাঁদের এই আদালতে জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং জাতীয় তদন্ত সংস্থার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট অ্যাটর্নি জেনারেল, বিদ্বান অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল, বিদ্বান কৌঁসুলির বক্তব্য শোনার পরে, আমরা মনে করি যে নির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করা প্রয়োজন যাতে 2023 সালের 6ই এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়।

4. বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল আমাদের সামনে আবেদনের একটি অনুলিপি উপস্থাপন করেছেন যা সংশ্লিষ্ট আয়োজক সংস্থাকে সভা বা সমাবেশ বা মিছিল পরিচালনার জন্য 'অনাপত্তি শংসাপত্র' প্রদানের জন্য কোলকাতার যুগ্ম পুলিশ সদর দফতরের কাছে জমা দিতে হবে।এই ধরনের ফর্মটিতে 27টি শর্ত রয়েছে, যা আমাদের দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে।আমরা দেখতে পাই যে শর্তগুলি আরও কঠোর হওয়া উচিত এবং এটি প্রদর্শিত হয় যে ফর্মটি সমস্ত মিছিল, সমাবেশ এবং সমাবেশের জন্য একটি সাধারণ রূপ। রাম নবমী উৎসবের সময় কোলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে বলে বিবেচনা করে আরও কঠোর শর্ত আরোপ করতে হবে।

5. প্রথম এবং সর্বাগ্রে হল সমাবেশ বা শোভাযাত্রার আয়োজক ব্যক্তিদের যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য জবাবদিহি করা উচিত এবং ফর্মটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা উচিত।পুলিশ কর্তৃপক্ষ মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সীমিত করার স্বাধীনতা রাখে যাতে কোনও রাজনৈতিক আনুগত্য ছাড়াই ধর্মীয় ভাব নিয়ে মিছিলটি বের করা যায়।পুলিশ নিশ্চিত করবে যে সমস্ত সুবিধাজনক স্থানে ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়েছে এবং মিছিলের জন্য একটি সাধারণ পথ নির্ধারণ করা যেতে পারে যাতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে এবং যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করতে সক্ষম হয়।অতীতের যে ঘটনাগুলি ঘটেছে, যা সম্পূর্ণ অপ্রীতিকর, সেগুলি বিবেচনা করে পথটি সীমাবদ্ধ করার বিচক্ষণতাও পুলিশের থাকবে।পুলিশ কর্তৃপক্ষকে আজ একটি রুট মার্চ [5.4.2023] পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে জনগণকে আশ্বস্ত ও পুনঃআশ্বস্ত করা যায় যে পুলিশ তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রয়েছে।যে জায়গাগুলিতে ফৌজদারি কার্যবিধির 144 ধারার অধীনে আদেশ জারি করা হয়েছে সেখানে কোনও সমাবেশ বা মিছিল করা উচিত নয়।

6. বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন যে যে সংস্থাগুলি মিছিল পরিচালনার অনুমতির জন্য আবেদন করেছে তারা তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের নাম সরবরাহ করবে।আমাদের বিবেচনায়, যে স্বেচ্ছাসেবকরা পুলিশকে সহায়তা করতে পারে তারা কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার মতো অবস্থানে থাকবে না।তাই স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা ন্যূনতম করা উচিত এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পূর্ণ বিবরণ পুলিশ দ্বারা সংগ্রহ করা উচিত এবং তাদের পরিচয়পত্র দেওয়া উচিত।যে জায়গাগুলির মধ্য দিয়ে মিছিলটি নিয়ে যাওয়া হবে, সেই জায়গাগুলির ভিডিওগ্রাফি করার পাশাপাশি অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো উচিত।

7. এই শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য এখন পর্যন্ত 160টিরও বেশি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে বলে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।আমাদের জানানো হয়েছে যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে এই সুবিধাজনক এলাকাগুলিতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।সুতরাং, এই সমস্যার বিশালতা বিবেচনা করে এবং শান্তি ভঙ্গ এড়ানোর জন্য, আমরা নিশ্চিতভাবে মনে করি যে রাজ্য সরকারের উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আধাসামরিক বাহিনীর সহায়তা চাওয়া।প্রকৃতপক্ষে, 2022 সালের 15ই জুন তারিখের ডব্লিউ. পি. এ (পি) 258-এর মামলায় এই আদালতের মাননীয় বিভাগীয় বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণটি করেছিল।আধাসামরিক বাহিনীর সহায়তা অবশ্যই রাজ্য পুলিশকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে সহায়তা করবে এবং সাধারণ জনগণকে আশ্বস্ত করবে যে তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার যত্ন নেওয়া হবে।

8. এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ (সংশোধনী) আইন, 2017 দ্বারা সংশোধিত পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ (সংশোধনী) আইন, 1972-এর বিধানের অধীনে যেখানেই প্রয়োজন, রাজ্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীনতা পাবে।

9. এই আদেশ ও নির্দেশের উদ্দেশ্য ও পরিধি হল জনসাধারণ যাতে আশ্বস্ত হয় এবং পুনঃআশ্বস্ত হয় যে তারা তাদের বাড়িতে নিরাপদ থাকবে এবং দুষ্কৃতীদের কোনও দাঙ্গা আচরণের দ্বারা তারা প্রভাবিত হবে না।

10. এই আদালতের রেজিস্ট্রি দক্ষিণ-24 পরগনার ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের কাছ থেকে একটি আবেদন পেয়েছে যেখানে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে তিনি তাঁর পরিবার এবং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশ সহায়তাও পেতে অক্ষম, যার বাসভবন রিষড়ায় অবস্থিত। এই দিকটিও বিবেচনা করতে হবে এবং এটি নিশ্চিত করতে হবে যে সংবেদনশীল অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত এই জেলাগুলির মধ্যে যে কোনও জেলা, জেলা বিচার বিভাগের বিচারকদের অবাধে

তাদের বিচার বিভাগীয় কাজ সম্পাদনের মতো অবস্থানে থাকতে হবে এবং যদি জেলা বিচার বিভাগ দ্বারা পর্যাপ্ত পুলিশ সহায়তা বা সুরক্ষার জন্য কোনও অনুরোধ করা হয় যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারে বা তাদের পরিবারের সুরক্ষার জন্য, তবে কোনও বাধা ছাড়াই রাজ্য দ্বারা এটি সরবরাহ করা হবে।

11. এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্থানীয় জনগণের মধ্যে কেউ যদি তাদের এলাকায় শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করে এবং যদি এটি পুলিশ কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয় তবে তাদের অবিলম্বে এই অনুরোধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তাদের এলাকায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না।

12. সুতরাং, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত তা হল "নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধ ভাল"।অতএব, রাজ্য পুলিশকে আধাসামরিক বাহিনী বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহায়তায় সমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায় যাতে জনসাধারণ বিপদে না পড়ে।উপরের নির্দেশাবলী কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

13. রিট আবেদনকারীদের একজনের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী বলেন যে, রিষড়ায় যেখানে দাঙ্গা হয়েছিল, সেখানে ভবনের ছাদ থেকে পাথর ছোঁড়া হয়েছিল।পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা বিভাগ যদি একটু বেশি সতর্ক থাকত, তাহলে এই ধরনের পূর্বপরিকল্পিত হামলা সহজেই এড়ানো যেত।অতএব, রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এই ধরনের কোনও পূর্বপরিকল্পিত হামলা বা হিংসা এড়াতে সমস্ত পদক্ষেপ নেবে।

14. উপরের নির্দেশগুলি যথাযথভাবে মেনে চলা হবে এবং পরবর্তী শুনানির তারিখে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

15. সমস্যার সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে, এই আদালত নির্দেশ দেয় যে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা নেতা বা সাধারণ মানুষ আগামীকাল উদযাপিত হতে যাওয়া উৎসব সম্পর্কে প্রকাশ্যে বা গণমাধ্যমের কাছে কোনও বিবৃতি দেবেন না।

16. যেহেতু আমরা রাজ্যকে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের জন্য অনুরোধ করার নির্দেশ দিয়েছি, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই ধরনের বাহিনী মোতায়েনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেবে কারণ উৎসবটি আগামীকাল (6ই এপ্রিল, 2023) উদযাপিত হবে।

17. আরও বিবেচনার জন্য 2023 সালের 10ই এপ্রিল এই বিষয়টি তালিকাভুক্ত করুন।

3. 2023 সালের 3 এপ্রিলের আদেশে জারি করা নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার শিবপুর থানা মামলা নং- 2023 সালের 113,

এর বিষয়ে সিআইডির পক্ষ থেকে প্রতিবেদন দাখিল করেন। ইসলামপুরের পুলিশ সুপারের পক্ষে রিপোর্ট করুন এবং চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারের পক্ষে রিপোর্ট করুন।2023 সালের 5ই এপ্রিল যখন এই মামলার শুনানি হয়, তখন বলা হয় যে 2023 সালের 6ই এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী উদযাপিত হবে এবং রাম নবমীর সময় যে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল তা এখনও কমেনি বলে রিট আবেদনকারী এই উদযাপনের সময় সহিংসতার আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাই প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেল এই আদালতে আবেদনপত্রের অনুলিপি পেশ করেন, যা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে সভা বা সমাবেশ পরিচালনার জন্য "অনাপত্তি শংসাপত্র" পাওয়ার জন্য জমা দিতে হয় এবং জমা দেন যে 27টি শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে যা আবেদনকারীকে মেনে চলতে হবে।27টি শর্ত পর্যালোচনার পর আমরা দেখতে পাই যে শর্তটি আরও কঠোর হওয়া উচিত কারণ ফর্মটি সমস্ত মিছিল, সমাবেশ এবং বৈঠকের জন্য একটি সাধারণ রূপ বলে মনে হয়েছিল।সুতরাং, রাম নবমী উৎসবের সময় যে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল তা বিবেচনা করে আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করা উচিত।অন্যান্য বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা জারি হয়েছিল যাতে হনুমান জয়ন্তীতে আয়োজিত সমাবেশ বা শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়।আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, যে এলাকাগুলিতে ফৌজদারি কার্যবিধির 144 ধারার অধীনে আদেশ জারি করা হয়েছে, সেখানে কোনও সমাবেশ বা মিছিল করা উচিত নয়।বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট জেনারেল জানিয়েছেন যে মিছিল পরিচালনার জন্য 160টিরও বেশি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সেই সুবিধাজনক এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।আদালতের এই বিষয়টির বিশালতা বিবেচনা করে এবং শান্তি ভঙ্গ এড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট মতামত ছিল যে রাজ্য সরকারের আধাসামরিক বাহিনীর সহায়তা চাওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। এই প্রসঙ্গে আদালত 2022 সালের 15ই জুন তারিখে ডব্লিউ. পি. এ (পি) 258-এ বিভাগীয় বেঞ্চের করা পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করেছে।উপরন্তু, উল্লেখ করা হয়েছিল যে আধাসামরিক বাহিনীর সহায়তা অবশ্যই রাজ্য পুলিশকে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করবে এবং সাধারণ জনগণকে তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার যত্ন নেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করবে।পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ (সংশোধনী) আইন, 2017 দ্বারা সংশোধিত পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ (সংশোধনী) আইন, 1972-এর বিধানের অধীনে রাজ্যকে যেখানেই প্রয়োজন সেখানে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে জনসাধারণকে নিশ্চিত

করার জন্য আদেশ এবং নির্দেশের উদ্দেশ্য নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আশ্বস্ত করা হয়েছে যে তাদের বাড়িতে নিরাপদ থাকবে এবং তারা কোনও দাঙ্গা আচরণ বা অগ্নিসংযোগের দ্বারা প্রভাবিত হবে না।আদালত অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ 24 পরগনার কাছ থেকে আদালতের রেজিস্ট্রি দ্বারা প্রাপ্ত প্রতিনিধিত্বের কথাও নোট করেছে যেখানে তিনি রিষড়ায় বসবাসকারী তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং কীভাবে স্থানীয় পুলিশের কাছে তাঁর অনুরোধ সত্ত্বেও তারা অনিচ্ছুক ছিল এবং এমনকি সাড়াও দেয়নি।অতএব, আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, যে ক্ষেত্রগুলি সংবেদনশীল বলে মনে করা হয়, সেগুলিতে জেলা বিচার বিভাগের বিচারকদের স্বাধীনভাবে তাদের বিচার বিভাগীয় কাজ সম্পাদনের মতো অবস্থানে থাকতে হবে এবং যদি জেলা বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পুলিশ সহায়তা বা সুরক্ষার জন্য কোনও অনুরোধ করা হয় যাতে তারা তাদের পরিবারের জন্য কাজ করতে বা সুরক্ষার জন্য সক্ষম হয়, তবে কোনও বাধা ছাড়াই রাজ্য দ্বারা তা সরবরাহ করা হবে।যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আধাসামরিক বাহিনীর সহায়তায় রাজ্যকে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে জনসাধারণ নিরাপদ থাকে।এছাড়াও, উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রিষড়াতে যেখানে দাঙ্গা হয়েছিল, সেখানে ভবনগুলির ছাদ থেকে পাথর ছোঁড়া হয়েছিল।পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা বিভাগ যদি একটু বেশি সতর্ক থাকত, তাহলে এই ধরনের পূর্বপরিকল্পিত হামলা সহজেই এড়ানো যেত এবং তাই রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে এই ধরনের কোনও পূর্বপরিকল্পিত হামলা বা হিংসা এড়াতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।এরপর 2023 সালের 10ই এপ্রিল এই মামলার শুনানি হয় এবং রায় সংরক্ষিত রাখা হয়।

4. শুনানি চলাকালীন, অন্য দুই রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী এবং ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত আবেদনকারীকেও বিদ্বান অ্যাডভোকেট জেনারেল, বিদ্বান অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল, বিদ্বান ডেপুটি সলিসিটর জেনারেলের বিস্তারিত জমা দেওয়ার পাশাপাশি সম্পূর্ণভাবে শোনা হয়েছিল।এই রিট পিটিশনে রিট আবেদনকারীরা কী ধরনের স্বস্তি পাবেন এবং বিবেচনা করার আগে, সাম্প্রতিক অতীতে রাজ্যে যখনই কোনও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, তখন কীভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এবং আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।এর আগে 8টি অনুষ্ঠানে মাননীয় বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আদেশের কারণে আমাদের কাজ সহজ হয়েছে।

5. 2023 সালের 29শে মার্চ দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীর কাছে ফুলমালাঞ্চ গ্রাম

পঞ্চায়েত এলাকায় হামিজউদ্দিন সর্দারের বাড়িতে একটি বিস্ফোরণ ঘটে।বাড়িতে বোমা ছোঁড়ার ফলে এই বিস্ফোরণ ঘটে এবং বিস্ফোরণে একজন মারা যান।2022 সালের ডব্লিউ. পি. এ (পি) 187-এ জনস্বার্থ রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল যাতে তদন্তটি জাতীয় তদন্ত সংস্থায় (এন. আই. এ) স্থানান্তর করার অনুরোধ করা হয়।রিট আবেদনকারীদের মতে, ঘটনাটি সাম্প্রতিক অতীতে পাথর ছোঁড়া, অস্ত্রশস্ত্র, অস্ত্র, গোলাবারুদ, কামান এবং বোমার সঙ্গে জড়িত এমন ধারাবাহিক ঘটনার একটি অংশ যা জীবন ও সরকারী সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি করেছে।হলফনামায় পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের 12টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

এস এল।	**তারিখ**	**ঘটনা।**
১.	19 এপ্রিল, 202	উত্তর 24 পরগনা জেলার পানিহাটিতে বিজেপি কর্মীর বাড়ির বাইরে বোমা বিস্ফোরণ।
২.	19 এপ্রিল, 202	বীরভূমের মাল্লারপুর এলাকার বনাশপুর গ্রামে রাতে বোমা বিস্ফোরণ।
৩	২১ এপ্রিল, 202	পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের বেরুগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) আঞ্চলিক সভাপতি বকুল শেখের বাড়ির কাছে বিস্ফোরণটি ঘটে।সেদিন চিনিশপুরে তাঁর বাড়ির সামনে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়।বিস্ফোরণে রাজু শেখ এবং রাজা শেখ গুরুতর আহত হন।
4.	22 এপ্রিল, 202	উত্তর 24 পরগনার টিটাগড়ের কাছে বোমা বিস্ফোরণে এক ব্যক্তি নিহত, আরেকজন আহত।মেগনা পাট কল এলাকায় বেশ কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।
৫..	29 জুলাই 202 ,	পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 24 পরগনা জেলার জগদ্দল এলাকায় একটি অপরিশোধিত বোমা বিস্ফোরণে দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।
৬.	7. সেপ্টেম্বর, 2021	পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 24 পরগনা জেলায় বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংহের বাড়ির বাইরে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা তিনটি অশোধিত বোমা আটকে দেয়।উল্লেখযোগ্যভাবে, মঙ্গলবার রাতে যখন বোমা বাধাগ্রস্ত করা হয়, তখন নিরাপত্তা কর্মীরা প্রাঙ্গনের বাইরে উপস্থিত ছিলেন।
৭.	1লা ডিসেম্বর, 2021	দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার এলাকায় নোদাখালিতে একটি বিস্ফোরণ, যেখানে আজ বোমা বিস্ফোরণে তিনজন নিহত হয়েছেন।
৮.	30 ডিসেম্বর, 2021	বৃহস্পতিবার সকালে সল্টলেকের নয়াপট্টি 2021 এলাকায় একটি আবর্জনা ভাটে বিস্ফোরণে দুই শিশু আহত হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।বাচ্চারা ভাটের কাছে খেলছিল, একটি মাঠ আলাদা করে রেখেছিল, যখন 11:30 সময় সকালের দিকে কম তীব্রতার বিস্ফোরণ ঘটে, তারা বলে।
৯	19 ডিসেম্বর, 2021	কোলকাতা পৌরসভা নির্বাচনঃশিয়ালদহ এবং তাকি বয়েজ স্কুলের 2021 সালের ভোটকেন্দ্রের বাইরে বোমা বিস্ফোরণ, তিনজন আহত।

১০	3 জানুয়ারি, 2022	পশ্চিম ভাঙ্গানমারি গ্রামের বাসিন্দা অভিযুক্ত কঙ্কণ করণের বাড়িতে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়।বিস্ফোরণে অভিযুক্ত কঙ্কণ করণ গুরুতর আহত হলেও অপর এক ব্যক্তি আহত অবস্থায় মারা যান।2022 সালের 4ঠা জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং 2022 সালের 25শে জানুয়ারি এন. আই. এ তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করে।
11	21 জানুয়ারি, 2022	পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের একটি ফার্মেসিতে পার্সেল বোমা বিস্ফোরণে অন্তত চারজন আহত হয়েছেন।ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদের বাহারাইলে।
১২.	22শে ফেব্রুয়ারি, 2022	পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার কুইথা গ্রামে একটি বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং আরও তিন শিশু গুরুতর আহত হয়েছে।মঙ্গলবার বিকেলে বীরভূমের সদাইপুর থানাধীন কুইথা গ্রামের মনির শেখ নামে এক ব্যক্তির বাড়ির পিছনে একটি রহস্যজনক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

6. আরও রিট আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে 29 শে মার্চ, 2022-এ ঘটনার ভিত্তিতে নিবন্ধিত মামলাটি জাতীয় তদন্ত সংস্থা আইন, 2008 (এন. আই. এ আইন)-এর অধীনে একটি নির্ধারিত অপরাধ এবং তাই, এটি এন. আই. এ দ্বারা তদন্ত করা প্রয়োজন। উক্ত আপিলকারীর দাখিল করা হলফনামা আকারে প্রতিবেদনটি নোট করা হয়েছিল।

7. 2022 সালের ডব্লিউ. পি. এ (পি) 146-এ 30শে মার্চ, 2022-এ ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণটি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যা একটি বোমা বিস্ফোরণের ফল ছিল যেখানে একটি 9 বছর বয়সী মেয়ে আহত হয়েছিল।

8. 2022 সালের ডব্লিউ. পি. এ (পি) 187-এ, 24শে এপ্রিল, 2022-এ ঘটে যাওয়া একটি বোমা বিস্ফোরণকে তুলে ধরা হয়েছিল যেখানে 5টি শিশু মাঠে পড়ে থাকা একটি অপরিশোধিত বোমাটিকে ভুল বুঝেছিল এবং তারা এটি নিয়ে খেলতে শুরু করেছিল এই ধারণা নিয়ে যে এটি একটি ফুটবল ছিল যখন হঠাৎ বোমাটি বিস্ফোরিত হয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যায়। গুরুতর এবং সংকটপূর্ণ গুরুতর আহত শিশুরা। যে অপরাধগুলি করা হয়েছিল সেগুলি এন. আই. এ আইনের অধীনে নির্ধারিত অপরাধ বলে রাজ্য কোনও বিতর্ক করেনি, তবে যুক্তি দিয়েছিল যে এন. আই. এ আইনের অধীনে প্রতিটি নির্ধারিত অপরাধে এন. আই. এ দ্বারা তদন্ত করার প্রয়োজন নেই এবং এই বিষয়ে আইনের প্রস্তাবনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কেবলমাত্র চারটি পরিস্থিতিতে নির্ধারিত অপরাধটি এন. আই. এ-র কাছে তদন্তের জন্য পাঠানো যেতে পারে এবং সেই চারটি পরিস্থিতি হল (i) ভারতের সার্বভৌমত্ব, সুরক্ষা এবং অখণ্ডতাকে প্রভাবিত করে এমন অপরাধ, (ii) রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে এমন অপরাধ, (iii) বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন অপরাধ এবং (iv) জাতিসংঘ, এর সংস্থা এবং অন্যান্য

আন্তর্জাতিক সংস্থার আন্তর্জাতিক চুক্তি, চুক্তি, কনভেনশন এবং রেজোলিউশন বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত আইনের অধীনে অপরাধ।রাজ্যের পক্ষ থেকে ও জানানো হয় যে, এই আইনের উদ্দেশ্য ও কারণগুলিও মাথায় রাখতে হবে।বিভাগীয় বেঞ্চ উল্লেখ করেছে যে, এই আইনের 6 (1) থেকে (3) ধারার অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি এবং 6 (1) ধারার প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনটি পাঠানো হয়নি।তবে, রাজ্যের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, যদি পদ্ধতি অনুসরণ না করা হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের 6 (5) ধারার অধীনে স্বতঃপ্রণোদিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত ছিল এবং তাঁর যুক্তির সমর্থনে অ্যাডভোকেট অ্যাটর্নি জেনারেল প্রজ্ঞা সিংহ চন্দ্রপাল সিং ঠাকুর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, 2013 এস. সি. সি অনলাইন বম্ব মামলায় বোম্বে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। 1354:(2013 (6) এয়ার বম আর 1171)। রাজ্য পুলিশের দায়ের করা বেশ কয়েকটি এফআইআরের দিকে নজর দেওয়ার পর বিভাগীয় বেঞ্চ উল্লেখ করে যে, এই অপরাধগুলি এন. আই. এ আইনের অধীনে নির্ধারিত অপরাধ এবং এই অপরাধগুলি স্পষ্টভাবে এন. আই. এ আইনের 2 (1) (জি) ধারায় সংজ্ঞায়িত তফসিলভুক্ত অপরাধের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে এবং এন. আই. এ আইনের 6 ধারার দিকে নজর রেখে উল্লেখ করা হয় যে, নথি প্রাপ্তির পরে, ফৌজদারি কার্যবিধি-এর 154 ধারার অধীনে তথ্য পাওয়া যায়। তফসিলি অপরাধের ক্ষেত্রে, পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের পক্ষে অবিলম্বে রাজ্য সরকারের কাছে প্রতিবেদন পাঠানো বাধ্যতামূলক।এটি লক্ষ্য করা গেছে যে ধারা 6-এর উপ-ধারা (1)-এ ব্যবহৃত "হবে" শব্দটি এই ধরনের একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।আরও উল্লেখ করা হয় যে, ধারা 6 (1)-এর প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন যদি না পাঠানো হয়, তা হলে উপ-ধারা (2) থেকে (4)-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না এবং তাই থানা আধিকারিকের জন্য ধারা 6 (1) মেনে চলা বাধ্যতামূলক।সুতরাং, এন. আই. এ আইনের অধীনে যে কোনও নির্ধারিত আইনের অধীনে মামলা নিবন্ধনের পরে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কোনও বিলম্ব ছাড়াই রাজ্য সরকারের কাছে প্রতিবেদন পাঠানো ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না কারণ আইনের 6 (1) ধারায় "অবিলম্বে" শব্দটি পাওয়া যায়। আরও উল্লেখ করা হয় যে, উপ-ধারা (2)-এর পরিপ্রেক্ষিতে যত দ্রুত সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিবেদনটি পাঠানো রাজ্য সরকারের দায়িত্ব।অতএব, এটি বলা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিবেদন পাঠাতে রাজ্যের পক্ষ থেকে কোনও বিলম্ব অনুমোদিত নয় এবং উপ-ধারা (3)-এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে 15 দিনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারণ করতে হবে প্রথমত প্রশ্নযুক্ত অপরাধ নির্ধারিত কিনা

এবং দ্বিতীয়ত অপরাধের গুরুত্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণগুলি বিবেচনা করে যদি মামলাটি এন. আই. এ দ্বারা তদন্তের জন্য উপযুক্ত হয়। যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে যে অপরাধটি নির্ধারিত অপরাধ এবং মামলাটি এন. আই. এ দ্বারা তদন্তের জন্য উপযুক্ত, তাহলে এন. আই. এ-কে অপরাধের তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।বিভাগীয় বেঞ্চ উল্লেখ করেছে যে বিভাগীয় বেঞ্চের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নাসের বিন আবু বকর ইয়াফাই বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (2022) 6 এসসিসি 308-এ সুপ্রিম কোর্টের রায় দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত হয়ঃ(এআইআর 2021 এসসি 5076)।মামলার তথ্য বিবেচনা করে, বিভাগীয় বেঞ্চ উল্লেখ করেছে যে যদিও এন. আই. এ আইনের অধীনে স্বীকৃতভাবে নির্ধারিত অপরাধ নথিভুক্ত করা হয়েছে, তবে সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনের 6 (1) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিধিবদ্ধ আদেশ পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রজ্ঞাসিংহ চন্দ্রপাল সিং ঠাকুরের মামলায় বোম্বে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিভাগীয় বেঞ্চ বলেছে যে,

এই সিদ্ধান্তে, আইনের বিধানগুলির সাংবিধানিক বৈধতা বহাল রাখা হয়েছিল এবং এই যুক্তি যে এন. আই. এ আইনের 6 নং ধারাটি সম্পূর্ণ নির্বিচারে লাগামহীন এবং পথনির্দেশক ক্ষমতা প্রদান করে, তা কেবল একটি নির্ধারিত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে স্পষ্ট করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দেবে না যে এটি এজেন্সি দ্বারা তদন্ত করা হবে, তবে অপরাধের গুরুত্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণগুলিতে এটিকে তার মন প্রয়োগ করতে হবে।অতএব, এই রায় রাজ্যের কোনও উপকারে আসবে না বলে মনে করা হয়।

9. দুটি মামলার তদন্ত এখনও রাজ্য তদন্তকারী সংস্থার কাছে বিচারাধীন রয়েছে উল্লেখ করে দেখা গেছে যে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে অবশ্যই কোনও বিলম্ব ছাড়াই আইনের 6 (1) ধারার বিধানগুলি অনুসরণ করতে হবে।অন্যান্য মামলাগুলির ক্ষেত্রেও, আদালত উল্লেখ করেছে যে যদিও স্পষ্টতই বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিধানগুলির অধীনে অপরাধগুলি সংঘটিত হয়েছিল, তবে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিধানগুলির অধীনে অপরাধগুলি নথিভুক্ত না করার জন্য রাষ্ট্রের দ্বারা কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত আদালত সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিধানের অধীনে অপরাধ নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেয় এবং অপরাধ নথিভুক্ত করার পরে আইনের 6 নং ধারায় থাকা বিধানগুলি অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে, রাজ্য সরকারকে তিন দিনের মধ্যে 6 (2) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদনটি প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তারপরে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় এবং আইনের 6 (3) ধারা দ্বারা যথাযথ

সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ডাব্লু. পি. এ (পি) নং-এ 2022 সালের 187; 30.08.2022 তারিখের বিভাগীয় বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত রায়। ইত্যাদি। চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

10. ডব্লিউপিএ (পি) নং-এ 2022 সালের 526 সালের কোলকাতা শহরে একটি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ রিট আবেদনকারীকে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে প্ররোচিত করে অভিযোগ করে যে লক্ষ্মী পূজার প্রাক্কালে ইকবালপুর-মমিনপুর এলাকায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে রাজ্য পুলিশ নীরব দর্শক থাকে এবং দাঙ্গায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের সদস্যদের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।আরও বলা হয়েছে যে, এলাকায় বোমা নিক্ষেপের ঘটনা এবং এন. আই. এ আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।এই পরিস্থিতিতে শান্তি বজায় রাখতে এবং অপরাধের তদন্ত এন. আই. এ-র হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করার অনুরোধ জানানো হয়। বিভাগীয় বেঞ্চ পাঁচটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে যার মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থ আইন এবং অস্ত্র আইনের অধীনে অপরাধ অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রাজ্যের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যে ইকবালপুর পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এন. আই. এ আইনের 6 ধারার উপ-ধারা (1)-এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারকে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন এবং যা ইতিমধ্যে এন. আই. এ আইনের 6 ধারার উপ-ধারা (2)-এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করেছে। পরবর্তীকালে, ডব্লিউ. পি. এ (পি) নং-2022 সালের 528 এর সঙ্গে উক্ত রিট পিটিশনের শুনানি হয় 15.11.2022 এ এবং এ, এন. আই. এ-কে তাদের কাছে হস্তান্তরিত মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

11. ডব্লিউপিএ (পি) নং-এ। 2022 সালের 564 নং মামলার, একটি রাজনৈতিক দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে 15.11.2022-এ হওয়া একটি বিতর্কের বিষয়ে একটি জনস্বার্থ রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল যা স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করেছিল।রাজ্যের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন যে, রাজ্য পুলিশ ইতিমধ্যেই এই আইনের 6 (1) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এবং রাজ্য সরকার এন. আই. এ আইনের 6 ধারার উপ-ধারা (2)-এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিবেদন পাঠাবে। উক্ত আবেদনটি নথিভুক্ত করে রিট পিটিশনটির নিষ্পত্তি করা হয়।

12. ডব্লিউপিএ (পি) নং-এ। 2022 সালের 4543 নং ধারায় একক একক বেঞ্চ অভিযোগপত্রের পাশাপাশি আমতা থানা কর্তৃক সংগৃহীত যে কোনও প্রমাণের

অনুলিপি জাতীয় তদন্ত সংস্থা এবং সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ভারত সরকার সরাসরি সাত দিনের মধ্যে আমতা থানায় পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

13. রিট আবেদনকারী সেখ সরবত আলীর মামলাটি ছিল যে স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাঝির দ্বারা তদন্তকে নাশকতা এবং প্রমাণ ধ্বংস করার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে আমতা পুলিশের বিলম্বিত তদন্ত শুরু হওয়ার সময়, একজন ভুক্তভোগী চিকিত্সার জন্য কোলকাতায় এসেছিলেন এবং বলেছেন যে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলে তিনি আহত হয়েছেন যখন আসলে তিনি বোমা বিস্ফোরণের শিকার হয়েছিলেন এবং ভুক্তভোগী আর কেউ নন রিট আবেদনকারীর ছেলে।এই তথ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকার এবং এন. আই. এ-কে বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং একটি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

14. ডব্লিউপিএ (পি) নং- 2022 সালের 590 তারিখে অনিন্দ্য সুদার দাস নামে এক ব্যক্তি একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। একটি পশ্চিম পশ্চিম মেদিনীপুর থানায় এবং অন্যটি উত্তর 24 পরগনার মিনাখান থানায় বোমা বিস্ফোরণের দুটি ভিন্ন ঘটনার বিষয়ে এন. আই. এ-কে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়।বিস্ফোরণে একজন ব্যক্তি তার ডান হাত হারিয়েছিলেন এবং একটি কন্যা শিশু প্রাণ হারিয়েছিল এবং বোমাটি একটি আবাসিক বাড়িতে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন যে, ইতিমধ্যে এই আইনের 6 (1) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদনটি পাঠানো হয়েছে এবং রাজ্য সরকার 6 (2) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিবেদন দেবে।

15. ডব্লিউপিএ (পি) নং- 2022 সালের 620 তারিখে রিট আবেদনকারী একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে অভিযোগ করেন যে, নানুর থেকে বোমা তৈরির জন্য ব্যবহৃত 1.5 কুইন্টাল বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে কিন্তু এন. আই. এ আইনের বিধান অনুযায়ী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।আদালত 21.12.2022 তারিখের আদেশে রাজ্যকে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেয়।

16. ডব্লিউপিএ (পি) নং- 2022 সালের 607 জনস্বার্থ রিট পিটিশন দুটি বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কিত বিষয়টি উত্থাপন করে দায়ের করা হয়েছিল যার মধ্যে একটি পাঁশকুঁড়া পুলিশ স্টেশনের এক্তিয়ারের মধ্যে 01.12.2022 এ ঘটেছিল, যেখানে একজন নাগরিক স্বেচ্ছাসেবক প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং অন্যটি ভূপতিনগর পুলিশ স্টেশনের এক্তিয়ারের মধ্যে যেখানে তিনজন ব্যক্তি আহত হয়েছেন এবং পরবর্তীকালে প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গেছে। আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান

উকিল ডব্লিউ. পি. এ (পি) - 2022 সালের 607 নং মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় ঘটনাটি রাজ্য শাসক দলের বুথ সভাপতির আবাসিক বাড়িতে ঘটেছিল।আরও বলা হয়েছে যে যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে বেড়া দেওয়া হয়নি এবং কোনও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ জায়গাটি পরিদর্শন করেননি এবং এন. আই. এ আইনের 6 ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও কার্যক্রম শুরু করা হয়নি।রাজ্য নির্দেশ নেওয়ার জন্য সময় চেয়েছে যা 12.12.2022 তারিখের আদেশে রেকর্ড করা হয়েছে।যখন রিট পিটিশনটি শুনানির জন্য 28.12.2022-এ আসে, তখন বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান যে যতদূর পর্যন্ত ঘটনাটি পাঁশকুঁড়া পুলিশ স্টেশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে, রাজ্যটি এন. আই. এ আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে এবং 6 (1) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদনটি রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের দ্বারা পাঠানো হবে এবং তারপরে রাজ্য সরকার এন. আই. এ আইনের 6 (2) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিবেদনটি প্রেরণ করবে। পরবর্তীকালে, যখন 21.03.2023 রিট পিটিশনের শুনানি হয়, তখন বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেল জানিয়েছেন যে সি. এফ. এস. এল-এর জমা দেওয়া প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল তাতে এই আইনের 6 (1) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

17. উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করা হয়েছে যে বিস্ফোরক পদার্থের ব্যবহার, মিছিল, সমাবেশ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং নিয়মিত পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এবং এই জাতীয় সমস্ত ক্ষেত্রে তদন্ত এন. আই. এ-কে হস্তান্তর করা হয়েছে। একটি মামলায় যেখানে রাজ্য পুলিশ বিস্ফোরক পদার্থ আইনের অধীনে মামলা দায়ের করতে ব্যর্থ হয়েছিল, আদালত ঘটনাগুলির দিকে নজর দিয়েছিল এবং উল্লেখ করেছিল যে যখন অনুরূপ প্রকৃতির অপরাধ আনা হয়েছিল ডাব্লুপিএ (পি) নং- ২০২২ সালের 146 আলোকিত করা। সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিধানের অধীনে অপরাধ নথিভুক্ত করেছিলেন, ডব্লিউ. পি. এ (পি) নং- 2022 এর ১৮৭-এর সাথে জড়িত মামলায় বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিধানের অধীনে অপরাধ নথিভুক্ত না করার জন্য রাজ্য কর্তৃক কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তাই বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিধানের অধীনে অপরাধ নথিভুক্ত করার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল।

18. চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া প্রতিবেদনে শ্রীরামপুর থানায় মামলা নং-2023 সালের 141 এ দায়ের করা

এফআইআরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা 02.04.2023 তারিখের যেখানে অস্ত্র আইনের অধীনে অপরাধ নথিভুক্ত করা হয়েছে।উক্ত প্রতিবেদনে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

পুলিশ তাদের বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করতে এবং এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছে।কিন্তু তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বাঁশের লাঠি ব্যবহার করে এবং ইট, পাথর ছুড়ে পুলিশকে আক্রমণ করতে শুরু করে এবং ডাব্লু. বি. 23/এইচ-779 নম্বর নিবন্ধিত একটি সরকারি গাড়িরও ক্ষতি করতে শুরু করে।এরপর তারা সরকারি গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডাব্লুবি-23/এ-0184-এ আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং একটি স্থানীয় দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়।উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আদেশ অনুযায়ী, কাঁদানে গ্যাস-গ্রেনেড, স্টান-গ্রেনেড, কোদাল, কাগজের কার্তুজ, দীর্ঘ এবং স্বল্প পরিসরের শেল, রাবার বুলেট ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং পুলিশ কর্মীদের বাঁশের লাঠি, লোহার রড, পাথর/ইট দিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে এবং পুলিশ কর্মীদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে তলোয়ার ও গুলি প্রদর্শন করে।তারপর পুলিশের দল বেআইনি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে তাদের উপর হালকা বল প্রয়োগ করে।ছত্রভঙ্গ হওয়ার সময় তারা পুলিশ কর্মীদের কিছু দেহ রক্ষাকারী সরঞ্জাম চুরি করে।ফলস্বরূপ অনেক পুলিশ কর্মী তাদের শরীরের উপর রক্তক্ষরণের আঘাত পান।সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তির আরও অপরাধ ও ক্ষতি রোধ করতে এবং জনসাধারণ ও পুলিশের জীবন রক্ষার জন্য পুলিশ দল কোনও না কোনওভাবে উপরোক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঘটনাস্থল থেকে আটক করে পরিস্থিতি সামাল দেয়।এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হল যে বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে একটি খবর ছিল যে দুষ্কৃতীরা ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে।এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, 2023 সালের 3রা এপ্রিল সন্ধ্যায় 4 নং রেলপথের দরজা সহ অনেক জায়গায় আবার হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলের (ইএফএবং) একটি গাড়ি, সালুয়াকে রেলক্রসিংয়ের কাছে দুষ্কৃতীরা থামিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।জ্বলন্ত গাড়িটি স্বয়ংক্রিয় ড্রপ গেট স্পর্শ করে যা আটকে যায় এবং বিপদের সংকেত দেয়।রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিংয়ে রূপান্তরিত করে।তাই স্বয়ংক্রিয় বাধা সংশোধন করতে ট্রেন পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল।কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটি সরিয়ে নেওয়া হয়।কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন পরিষেবা শুরু হয়।রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রেল স্টেশন বা রেল সম্পত্তির কোনও ক্ষতি হয়নি।

আবার 03.04.2023 তারিখে রিষড়া পুলিশ স্টেশনের উপপরিদর্শক আলতাফ

হোসেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তত্ত্বাবধানে অন্যান্য কর্মকর্তা ও বাহিনীর সাথে রাম নবমীর ঘটনা/সংঘর্ষের বিষয়ে সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়ানোর জন্য এলাকা টহলের দায়িত্ব পালন করছিলেন যথা রিষড়া থানার জি.ডি.ই নং 89 তারিখের 03.04.2023। এদিকে পুলিশের দল N.S- রোডএ পৌঁছলে হঠাৎ 12:10 ঘণ্টা এলাকার প্রায় ৩০০/৪০০ স্থানীয় লোকেরা জড়ো হয়ে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে নোংরা ভাষা ব্যবহার করে।তারপর তারা পুলিশ কর্মীদের দিকে ইট/পাথর ছোঁড়া শুরু করে।এর ফলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।তাদের চলাচল বন্ধ করার অন্য কোনও বিকল্প খুঁজে না পেয়ে সাব ইন্সপেক্টর আলতাফ হোসেন হাজারি বিষয়টি রিষড়া থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানান এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে পুনরায় বাহিনী মোতায়েনের অনুরোধ জানান।তদনুসারে, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে রিষড়া পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং রি-এনফোর্সমেন্ট দল সেখানে পৌঁছে ভিড়কে বেআইনি সমাবেশ হিসাবে ঘোষণা করে এবং তাদের হাতে থাকা লাউড স্পিকার ধরে জোরে হেইলার দিয়ে সেই জায়গা থেকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার নির্দেশ দেয়।পুলিশ আবার এলাকায় তাদের অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করতে এবং শান্তি ও প্রশান্তি বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বাঁশের লাঠি ব্যবহার করে এবং ইট, পাথর ছুড়ে পুলিশকে আক্রমণ করতে শুরু করে।এরপর তারা একটি স্থানীয় দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়।উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আদেশ অনুযায়ী, কাঁদানে গ্যাস-গ্রেনেড, স্টান-গ্রেনেড, কোদাল, কাগজের কার্তুজ, দীর্ঘ এবং স্বল্প পরিসরের শেল, রাবার বুলেট ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য কিন্তু তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং পুলিশ কর্মীদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে আবার তলোয়ার ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করে।তারপর পুলিশের দল বেআইনি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে তাদের উপর হালকা বল প্রয়োগ করে।ছত্রভঙ্গ হওয়ার সময় তারা পুলিশ কর্মীদের কিছু দেহ রক্ষাকারী সরঞ্জাম চুরি করে।ফলস্বরূপ, অনেক পুলিশ কর্মী তাদের দেহের উপর রক্তক্ষরণের আঘাত পান।আরও অপরাধ ও সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি রোধ করতে এবং সরকারি ও পুলিশের জীবন রক্ষার জন্য পুলিশ দল কৌশলগতভাবে উপরোক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঘটনাস্থল থেকে আটক করে পরিস্থিতি পরিচালনা করে।

19. চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারের উল্লিখিত প্রতিবেদনের সাথে 04.04.2023 তারিখের বেশ কয়েকটি সংযুক্তি দায়ের করা হয়েছে এবং সংযুক্তিগুলির মধ্যে একটি হল শ্রী নির্মল ঘোষের দ্বারা রিষড়া থানায় দেওয়া অভিযোগ যা উক্ত প্রতিবেদনের 18 পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে যেখানে এটি নিম্নরূপ বলা

হয়েছেঃ

মহঃ আলী, শাকির 28, গান্ধী সারক পোস্টঃ- রিষড়া থানাঃ শ্রীরামপুর জেলাঃ- হুগলি তারা জেরাই এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এবং পূর্বপরিকল্পিত বিশাল তৃণমূল দুষ্কৃতীদের সাথে, কোনও উস্কানি ছাড়াই আমাদের আক্রমণ করেছিল এবং নির্মমভাবে পাথর ছুঁড়ছিল এবং আমাদের সমর্থকদের সমাবেশের উপর পাথর ছুঁড়তে তাদের দ্বারা বেশ কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। পুরসুরা বিধান সাভার শ্রী বিমান ঘোষের মাথার নিচের অংশে রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং কানে, এখন তিনি হাসপাতালে ভর্তি এবং শ্রী দিলীপ ঘোষও বোমা হামলায় আহত হয়েছেন এবং তাঁর গাড়িটিও দুষ্কৃতীরা ধ্বংস করে দিয়েছে, শুধু তাই নয়, সমাবেশে উপস্থিত আমাদের প্রায় 2000 সমর্থককেও বড়ো মসজিদ ও তৃণমূল সমর্থকদের কাছে উপস্থিত দুষ্কৃতীরা নির্মমভাবে কামড়েছে এবং বোমা দিয়ে আক্রমণ করেছে যার জন্য তাদের গুরুতর রক্তক্ষরণ হয়েছে (প্রয়োজনীয় আঘাতের রিপোর্ট, নথি এবং ভিডিও ফুটেজ তদন্তের সময় জমা দেওয়া হবে) এবং কাছের হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা চলছে।

20. যদিও বিমান ঘোষের 03.04.2023 তারিখের অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল (চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারের প্রতিবেদনের 18 পৃষ্ঠা), বিশেষত অভিযোগ করা হয়েছিল, যে ব্যক্তিদের বোমা নিক্ষেপ করে আক্রমণ করা হয়েছিল, তবে এই বিষয়ে কোনও তদন্ত করা হয়নি বলে মনে হয় এবং মামলা নং 161/23-এ 02.04.2023 তারিখের এফআইআর পরিবর্তন করার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। রিপোর্ট করা হয়েছিল।আমাদের মতে, এটি একটি গুরুতর ত্রুটি।

21.রিট পিটিশনের 10 নং অনুচ্ছেদে ডব্লিউপিএ (পি) নং 151/23 <আইডি1>, একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে যে যেহেতু বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাই বিস্ফোরক পদার্থ আইন, 1908-এর বিধানগুলি আকৃষ্ট হবে এবং তাই, এন. আই. এ দ্বারা তদন্ত পরিচালনা করতে হবে। যদিও বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেছেন যে ইসলামপুরের পুলিশ সুপারের জমা দেওয়া প্রতিবেদনে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে, তবে আমরা উপরে যে প্রতিবেদনটি লক্ষ্য করেছি তার সংযুক্তিগুলি পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে।

22. 2 এপ্রিল, 2023 তারিখের সংবাদ প্রতিবেদন (ডব্লিউপিএ (পি) 151/23-এর সংযুক্তি একজন সিনিয়র অফিসারের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করে যে ভিডিও ফুটেজ সশস্ত্র গুন্ডাদের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে।যাদের পেট্রোল ও অ্যাসিড ছুঁড়েছে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং বেঙ্গল সিআইডি তাদের খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন

এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে।

23. ত্রাণ হাসপাতালের তৈরি করা অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনে মামলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং রোগীর দলের দ্বারা বর্ণিত আঘাতগুলি রেকর্ড করার সময় বলা হয়েছে যে রিষড়ায় একটি রাস্তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে গ্যাসের বোতল, পাথর, অপরিশোধিত বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং রোগী গুরুতর আহত হয়েছিলেন।চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের জমা দেওয়া প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত এই নথিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে যে, অপরাধ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও, রাজ্য পুলিশ বিস্ফোরক পদার্থ আইনের অধীনে অপরাধ নথিভুক্ত করেনি। বাজেয়াপ্তির তালিকাটি প্রতিবেদনের সঙ্গে 12 থেকে 16 পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।আমরা দেখতে পাই যে বাজেয়াপ্ত তালিকার নিবন্ধগুলির কলাম তালিকার অধীনে একটি কলাম ফাঁকা রাখা হয়েছে এবং চারটি বাজেয়াপ্ত রিপোর্টই একই অফিসার দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে কারণ হাতের লেখা অভিন্ন।এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে একই ব্যক্তি অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচটি বাজেয়াপ্তির রিপোর্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন যদিও বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেলের মতে যে জায়গাগুলিতে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেগুলি কাছাকাছি ছিল।যাই হোক না কেন, আমরা দেখতে পাই যে বাজেয়াপ্ত রিপোর্টটি প্রকৃত পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে না, বিশেষ করে বিভিন্ন এফআইআরে নথিভুক্ত অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে, যা ন্যূনতম সংখ্যক অস্ত্র এবং কাচের বোতল বাজেয়াপ্ত করার ফলে হতে পারে না।অতএব, যখন 03.04.2023-এ একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়েছিল যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং লোকেরা ভারী রক্তক্ষরণের আঘাতের সাথে আহত হয়েছিল তখন সেই বাজেয়াপ্ত রিপোর্টটি নিয়ে সন্দেহের একটি ক্রম রয়েছে।কেন পুলিশ বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিধানের অধীনে কোনও অপরাধ নথিভুক্ত করেনি তা স্পষ্ট নয়। সুতরাং, প্রশ্ন হবে যে রাজ্য পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও নির্ধারিত আইনের অধীনে কোনও অপরাধ নথিভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে কিনা এই ভয়ে যে বিষয়টি তদন্ত এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থায় স্থানান্তর করতে হবে।এটি আদালতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাছে তদন্ত স্থানান্তর করার একটি ভাল কারণ হবে।প্রতিবেদনে রক্তক্ষরণে আহত ব্যক্তিদের ছবি রয়েছে।এটা সত্য যে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারে না, তবুও এই ধরনের বড় আকারের দাঙ্গার সঠিক কারণ খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে।আরও আমরা লক্ষ্য করছি যে এফআইআর নং 2023 সালের 141 নম্বর আইপিসি, অস্ত্র আইন, পাবলিক প্রপার্টি ডেস্ট্রাকশন অ্যাক্ট ইত্যাদির বিভিন্ন

বিধানের অধীনে 02.04.2023 তারিখের অপরাধ নথিভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের অধীনে কোনও অপরাধ নথিভুক্ত করা হয়নি এবং পাঁচটি ভিন্ন এলাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং একই ধরনের অপরাধ নথিভুক্ত করা হয়েছে যা রাজ্য পুলিশ যেভাবে বিষয়টি তদন্ত করেছে তার উপরও গুরুতর সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।আইসি শ্রীরামপুর পুলিশ তার 04.04.2023 তারিখের রিপোর্টে ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ শ্রীরামপুর পুলিশ স্টেশনকে জানিয়েছে যে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে এবং পুলিশের উপর ইট ছোঁড়ে এবং একটি সরকারি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তারপরে অন্য একটি গাড়ি ও একটি স্থানীয় দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং উর্ধ্বতনদের আদেশের ভিত্তিতে কাঁদানে গ্যাস, ধোঁয়া গ্রেনেড, স্টান গ্রেনেড, কোদাল, কাগজের কার্তুজ, দীর্ঘ ও স্বল্প পরিসরের শেল, রাবার বুলেট ইত্যাদি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ব্যবহার করা হয় কিন্তু তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং পুলিশ কর্মীদের বাঁশের লাঠি, লোহার রড, পাথর, ইট, তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে, পুলিশ কর্মীদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করে এবং তাই পুলিশ দল তাদের ছত্রভঙ্গ করতে বেআইনি জনতার উপর হালকা বল প্রয়োগ করে এবং ছত্রভঙ্গ হওয়ার সময় জনতা পুলিশ কর্মীদের কিছু দেহ রক্ষাকারী সরঞ্জাম চুরি করে যার ফলে বেশ কয়েকজন পুলিশ তাদের দেহ এবং মাথায় রক্তক্ষরণের আঘাত পায়।অন্যান্য বাজেয়াপ্ত তালিকাগুলিতে যা 03.04.2023-এ করা হয়েছে তা তলোয়ার বাজেয়াপ্ত করার রেকর্ড করে।সুতরাং, উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, এন. আই. এ আইনের তফসিলে উল্লিখিত আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও, এই আইনের বিধানের অধীনে কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। এন. আই. এ আইনের 6 (1) ধারার অধীনে মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অবলম্বন করতে লজ্জা পাওয়া তদন্তকারী পুলিশের ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা ছিল কিনা তা নিয়ে আমাদের মনে একটি ধারাবাহিক সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

24. পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে, আমরা 2022 সালের আগস্ট থেকে এই আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আদেশের কথা উল্লেখ করেছি এবং এই জাতীয় সমস্ত ক্ষেত্রে, বিস্ফোরক পদার্থ আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং এরকম একটি ক্ষেত্রে তারা কোনও অপরাধ নথিভুক্ত করেনি। উক্ত আইনের অধীনে অপরাধ এবং বিভাগীয় বেঞ্চ রাজ্য কর্তৃক গৃহীত অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অবিশ্বাস্য এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের অধীনে মামলা দায়ের করার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। সম্ভবত রাজ্য পুলিশকে এই আদালত ৪টিরও বেশি

আদেশে বিষয়টি এন. আই. এ-তে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিয়েছে, বর্তমান ঘটনাগুলিতে তারা প্রকৃত পরিস্থিতির অধীনে কাজ করেছে যা আমাদের দৃষ্টিতে অনুমোদিত হওয়া উচিত নয়।এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে জনগণের মনে একটি প্রকৃত আশঙ্কা ছিল যা ডব্লিউ. পি. এ নং-2023 সালের 151-এ রিট আবেদনকারীর দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং হনুমান জয়ন্তীর সময় গুরুতর হিংসার আশঙ্কায় আদালতকে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে মোতায়েন করার নির্দেশ দিতে হয়েছিল যা আমাদের নির্দেশ মেনে চলা হয়েছিল এবং মনে হয় যে হনুমান জয়ন্তী উৎসব কোনও গুরুতর ঘটনা ছাড়াই কেটে গেছে।উপরে উল্লিখিত বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আদেশে যেখানে এন. আই. এ আইনের 6 (1) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিবেদন পাঠানোর নির্দেশ জারি করা হয়েছে, তবে হাতে থাকা মামলাগুলিতে আমরা প্রাথমিকভাবে দেখতে পাই যে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিধানের অধীনে কোনও অপরাধ নথিভুক্ত না করার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। অ্যাসিড বোতলগুলি সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তাই হয়, অগত্যা নির্ধারিত আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তবে এন. আই. এ আইনের 6 (1) ধারার অধীনে পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত ছিল।অতএব, আমরা নিশ্চিত যে রাজ্য পুলিশকে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের অধীনে বা অন্য কোনও নির্ধারিত আইনের অধীনে মামলা দায়ের করার নির্দেশ দিয়ে কোনও কার্যকর উদ্দেশ্য সাধন করা হবে না কারণ বিষয়টি উক্ত পর্যায় অতিক্রম করেছে এবং এটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে পুরো তদন্তটি জাতীয় তদন্ত সংস্থায় স্থানান্তরিত করা উচিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এন. আই. এ আইনের 6 (5) ধারার অধীনে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া উচিত।

25. কোন পরিস্থিতিতে রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা থেকে সিবিআই-এর মতো অন্য কোনও স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থায় তদন্ত হস্তান্তর করা যেতে পারে, এবং এনিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বার বার আলোচনা করেছে। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে যে এই ধরনের তদন্ত স্থানান্তর করার ক্ষমতা অবশ্যই বিরল এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে হতে হবে যেখানে আদালত ন্যায়বিচার করার জন্য এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে পক্ষগুলির মধ্যে এবং জনসাধারণের মনে আস্থা জাগিয়ে তোলা, অথবা যেখানে রাজ্য পুলিশের তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে এবং "একটি সুষ্ঠু, সৎ ও সম্পূর্ণ তদন্ত" করার জন্য এটি প্রয়োজনীয়, এবং বিশেষত, যখন রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির নিরপেক্ষ কাজের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখা অপরিহার্য। কে ভি রাজেন্দ্রন বনাম সিবি-সিআইডি [কে ভি রাজেন্দ্রন বনাম সিবি-সিআইডি (2013) 12 এসসিসি 480:(2013 ক্রি এলজে 4464 (এসসি)); গুদালুরে <আইডি1>.

চেরিয়ান বনাম ভারত ইউনিয়ন [(1992) 1 এসসিসি 397: (এ. আই. আর. এনলাইন 1991 **এস. সি 214)]; র** স সোধি বনাম <আইডি1>-এর অবস্থা। [1994 সাপ (1) এস. সি. সি 143:1994 এস. **সি. সি (সি. আর.** আই) **248:এআইআর 1994 এসসি 38];** পঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন। বনাম পঞ্জাব রাজ্য [(1994) 1 এস. সি. সি 616:1994 এস. সি. **সি (সি. আর. আই)** 455:এ. **আই. আর 1994 এস.** সি 1023]; বিনীত নারায়ণ বনাম ভারত ইউনিয়ন [(1996) 2 এস. সি. সি **199:1996 এস. সি. সি** (সি. আর. **আই) 264:(এ. আই. আর** 1996 এস. সি 3386)]; ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম সুশীল কুমার মোদী [(1996) 6 **এস. সি. সি 500:এ.** আই. আর 1997 এস. সি 314]; দিশা বনাম গুজরাট রাজ্য [(2011) 13 এস. সি. সি 337:(2012) 2 **এসসিসি (সিআরআই) 628:এ ই র২০১১ এসসি 3168];** রাজেন্দ্র সিং পাঠানিয়া বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) [(2011) 13 এসসিসি 329:(2012) 1 এসসিসি (সিআরআই) 873:(2012 ক্রি এলজে 609 (এসসি)) এবং পঞ্জাব রাজ্য বনাম দভিন্দর পাল সিং ভুল্লার [(2011) 14 এসসিসি 770:(2012) 4 এস. সি. সি (সি. আই. ভি) 1034:এ. আই. আর 2012 এস. সি 364])।

26. ফলস্বরূপ, সমস্ত এফআইআর, নথি, উপকরণ বাজেয়াপ্ত, সিসিটিভি ফুটেজ ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে রিট পিটিশনগুলি নিষ্পত্তি করা হয়। অবিলম্বে জাতীয় তদন্ত সংস্থার যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে যারা সমস্ত প্রাপ্তির পরে উপকরণগুলি তদন্ত শুরু করবে এবং আইন অনুযায়ী এগিয়ে যাবে।প্রতিবাদী পুলিশ এই আদেশের সার্ভার কপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত উপাদান এন. আই. এ-কে হস্তান্তর করার নির্দেশ মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।মূল্য ব্যতিরেকে

27. **আমি** রাজি। **হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, বিচারপতি।**

সেই অনুযায়ী আদেশ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.